দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 JAN 1993
পৃষ্ঠা ১/২ কলাম ৩

স্কুলে বেতন বৈষম্য ও অনিয়ম

রেজানুর রহমান ।। নগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেতন বৈষম্য ও বিভিন্ন অনিয়ম প্রকট। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

স্কুলে

(১ম পৃঃ পর)

ক্ষেত্রে অনেক ব্যবধান। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বেতন মওকুফ করা হইলেও সরকারী হাই স্কুলসমূহের প্রাথমিক শাখায় এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় নাই। ইদানীং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে 'স্বেচ্ছা দান' গ্রহণের অভিযোগও পাওয়া যাইতেছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতনের ক্ষেত্রে পার্থক্য অনেক। যেমন, গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের ৯ম-১০ম শ্রেণীর বেতন ১২ টাকা। বেসরকারী আইডিয়াল হাই স্কুলের একই শ্রেণীর বেতন ১১০টাকা। ভিখারুন্নেসানুন হাই স্কুলের ৫ম শ্রেণীর একজন ছাত্রীর বেতন ১৪০ টাকা। সেন্ট জেভিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল গ্রীন হেরাল্ড স্কুলের ৫ম শ্রেণীর একজন ছাত্রের বেতন ১৪৫০ টাকা। এইস্কুলে কেজি শ্রেণীর একজন ছাত্রকে মাসিক বেতন প্রদান করিতে হয় ১২৫০ টাকা। ১০ম শ্রেণীতে বেতন ১৯৫০ টাকা। বছরের শুরুতে সরকারী হাইস্কুলের একজন ছাত্রকে নানাবিধ ফিসসহ জমা দিতে হয় মাত্র ৮০ হইতে ১০০টাকা। অপরদিকে বেসরকারী হাইস্কুলে ৪৫০ হইতে ৫৫০টাকা জমা দিতে হয়। বছরের শুরুতে আইডিয়াল হাইস্কুলের ৮ম শ্রেণীর একজন ছাত্র মাসিক বেতন ১১০ টাকাসহ স্কুলে মোট জমা দিয়াছে ৪৫০ টাকা। তাহার বেতনের ক্ষেত্রে দালান চাঁদা ৩০ টাকা, বিবিধ ১৫ টাকা, পাখা ৫০ টাকা, খেলার চাঁদা ১৫ টাকা, গবেষণার চাঁদা ১৫ টাকাসহ ১৭টি ক্ষেত্রে টাকা নেওয়া হইয়াছে।

ভিখারুন্নেসানুন স্কুলের ৫ম শ্রেণীর একজন ছাত্রী বছরের শুরুতে জমা দিয়াছে ১২৩৫ টাকা। মাসিক বেতন ১৪০ টাকাসহ সেশন চার্জ ৭ শত, বাৎসরিক অন্যান্য ফি ৩শত, উন্নয়ন ফি ২৫, রিপোর্ট কার্ড ফি ৫০, বিবিধ ২০ টাকাসহ অন্যান্য বিষয়ে টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যদিকে সেন্ট জেভিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল গ্রীন হেরাল্ড স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্র বছরের শুরুতে জমা দিয়াছে ৩ হাজার ৯ শত টাকা। ১৫৫০ টাকা মাসিক বেতনসহ স্পোর্টস ফি ৪০০ টাকা, ম্যাগাজিন ফি ৫০ টাকা, বিজ্ঞান ফি ১৫০ টাকা, পরীক্ষা সংক্রান্ত ফি ১৫০ টাকা, সেট শনারী ফি ১৫০ টাকাসহ অন্যান্য বিষয়ে এই টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বেতন গ্রহণ করা হয় না। তবে সরকারী হাইস্কুলের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বেতন গ্রহণ করা হয়। এই বেতনের হার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৪ টাকা, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে ৬ টাকা, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৮ টাকা, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে ১০ টাকা ও ৯ম ও ১০ শ্রেণীতে ১২ টাকা। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন দিতে না হইলেও স্বেচ্ছায় দান গ্রহণের নামে কতিপয় স্কুল অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। সম্প্রতি এই অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে খিলগাঁও মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছে। স্কুলের কয়েকজন অভিভাবক প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানা শিক্ষা অফিসে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। খোঁজ নিয়া দেখা যায়, এই স্কুলে মোট ১৮টি সেকশন। গত বছর অভিভাবকদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা হয়। এই স্কুলে বেতনের রশিদের ডানের অংশে অর্থাৎ দাতার অংশে টাকার সঠিক অংক লেখা হইয়াছে। কিন্তু স্কুলের অংশে কোথাও ১০, কোথাও ১৫ অথবা ২৫ টাকা লিখিয়া রাখা হইয়াছে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের গত বছর অভিভাবকদের নিকট হইতে স্বেচ্ছায় দান করা অর্থের ক্ষেত্রে তিনি কোন দুর্নীতির আশ্রয় নেন নাই।